গাংনীতে সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের কর্মচারীকে মারধরের অভিযোগে বিএনপি নেতাসহ ৭ জনের বিরুদ্ধে মামলা, বন্ধ রেজিস্ট্রি কার্যক্রম

মেহেরপুরের গাংনী সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের অফিস সহকারী আবুল কালাম আজাদকে মারধর, গুরুতর জখম, চুরি, অপহরণের চেষ্টা ও প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগে গাংনী পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ইমন হোসেনসহ ৭ জনের নাম উল্লেখ করে মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলায় আরও ৪-৫ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করা হয়েছে।

মামলার বাদী আবুল কালাম আজাদ জানান, গত ১৫ জুলাই রাত প্রায় ৮টার দিকে গাংনী হাসপাতাল বাজার এলাকায় তার ওপর হামলার ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় তিনি গাংনী থানায় মামলা দায়ের করেন। মামলাটি ১৭ জুলাই নথিভুক্ত হয় (মামলা নং-২৩)।

মামলায় নাম উল্লেখ করা আসামিরা হলেন— গাংনী পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক শিশিরপাড়ার ইমন হোসেন, মো. গাফফার, মো. ইয়ামিন, মো. বশির, জামিরুল, সোলায়মান ও শামীম।

ঘটনার পর থেকে গাংনী সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রি কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। এতে জমি ক্রয়-বিক্রয়, দলিল নিবন্ধনসহ বিভিন্ন সরকারি সেবা নিতে আসা সাধারণ মানুষ চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন।

গাংনী সাব-রেজিস্ট্রার মাহফুজ রানা বলেন, তার অফিসের স্টাফ আবুল কালাম আজাদকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করায় জেলা রেজিস্ট্রারের নির্দেশে অফিসের কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে। কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ থাকলে তদন্ত ও বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ রয়েছে। বহিরাগতরা আইন নিজের হাতে তুলে নিয়ে সরকারি কর্মচারীকে তুলে নিয়ে গিয়ে লাঞ্ছিত করতে পারে না।

তিনি আরো বলেন, অভিযুক্তদের কয়েকজনের বিরুদ্ধে অতীতেও বিভিন্ন

ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের অভিযোগ উঠেছিল। তারা উল্লেখ করেন, ২০২৪ সালের ৪ নভেম্বর গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা হোসনে মোবারকের ওপর হামলার ঘটনায়ও কয়েকজনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছিল। ওই ঘটনার প্রতিবাদে তৎকালীন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা প্রীতম সাহার নেতৃত্বে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা মানববন্ধন করেছিলেন।

পৌর বিএনপি সাংগঠনিক সম্পাদক ইমাম বলেন,আবুল কালাম আজাদের বিরুদ্ধে সরকারি নির্ধারিত ফি ছাড়াও অতিরিক্ত ২০০ টাকা নেওয়ার অভিযোগ ওঠে এ কারণে বিক্ষোভ তো লোকজন তাকে আটকে রাখে।

এদিকে মামলার বাদীর দাবি, হামলাকারীরা তাকে মারধর করার পাশাপাশি অপহরণের চেষ্টা, চুরি এবং প্রাণনাশের হুমকি দেয়।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই তারেক নাহিয়ান বলেন, মামলার আসামিদের কয়েকজনের বিরুদ্ধে শিক্ষা কর্মকর্তাকে মারধর সহ চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড সহ নানা অপকর্মের অভিযোগ রয়েছে। মামলাটি তদন্ত শুরু হয়েছে। আসামীদের গ্রেফতারে অভিযান চালানো হবে।

শৈলকুপায় বিএনপি নেতার বাড়িতে মিলল সরকারি সার-বীজ

সরকারি কৃষি প্রণোদনার সার ও ধানবীজ শৈলকুপা উপজেলার মির্জাপুর ইউনিয়নের বিএনপির ১ নম্বর ওয়ার্ড সভাপতি আব্দুল্লাহ মন্ডলের বাড়িতে মজুদ রাখার অভিযোগ উঠে। পরে কৃষি কর্মকর্তা খবর পেয়ে, ওই সার এবং ধানবীজ প্রকৃত গ্রাহকদের মাঝে বিতরণ করেণ।

এ নিয়ে ঝিনাইদহের শৈলকূপা উপজেলায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। কৃষি বিভাগ থেকে জানা যায়, তারা অভিযোগ পাওয়ার পর ঘটনাস্থলে গিয়ে ওই বাড়ি থেকেই কৃষকদের মধ্যে সরকারি বরাদ্দের সার ও ধানবীজ বিতরণ করেন। তবে সরকারি কৃষি উপকরণ ব্যক্তিগত বাড়িতে কেন রাখা হয়েছিল,তা নিয়ে এলাকায় নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

মঙ্গলবার (৭ জুলাই) উপজেলার মির্জাপুর ইউনিয়নের রামচন্দ্রপুর গ্রামে বিএনপির ১ নম্বর ওয়ার্ড সভাপতি আব্দুল্লাহ মন্ডলের বাড়িতে সরকারি বরাদ্দের ৮ বস্তা সার ও ২২ প্যাকেট ধানবীজ রয়েছে এমন সংবাদ এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে স্থানীয় বিএনপির নেতাকর্মী, কৃষক ও সাধারণ মানুষ সেখানে জড়ো হন। পরে কৃষি বিভাগকে খবর দেওয়া হলে ওই ইউনিয়নের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা ঘটনাস্থলে গিয়ে তালিকা অনুযায়ী কৃষকদের মধ্যে সার ও ধানবীজ বিতরণ করেন।

স্থানীয়দের অভিযোগ,সরকারি কৃষি উপকরণ নির্ধারিত বিতরণস্থলে না এনে ব্যক্তিগত বাড়িতে রাখা সরকারি বিধি ও স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তৈরি করেছে। তাদের দাবি, বিষয়টি প্রকাশ্যে না এলে হয়তো সরকারি উপকরণ সেখান থেকেই বিতরণ করা হতো না।

ঘটনার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন ভ্যানচালক জাহিদ হোসেন। তিনি বলেন,’সোমবার আমাকে শৈলকূপা উপজেলা থেকে সার আনতে ডাকা হয়। সেখানে লিটন নামে এক ব্যক্তি একটি কার্ড দিয়ে ৮ বস্তা সার, ২২ প্যাকেট ধানবীজ ও কিছু গাছের চারা আমার ভ্যানে তুলে দেন। পরে সেগুলো আব্দুল্লাহ মন্ডলের বাড়িতে পৌঁছে দিই।’

উপজেলা কৃষক দলের সদস্য মোয়াজ্জেম হোসেন বলেন,’আব্দুল্লাহ মন্ডল এর আগেও সরকারি বিভিন্ন বরাদ্দ বাড়িতে এনে রাখতেন। কিছু বিতরণ করে বাকিগুলো বিক্রি করে দিতেন। এবার খবর পেয়ে আমরা সেখানে গিয়ে সরকারি সার ও ধানবীজ পাই। পরে কৃষি বিভাগের কর্মকর্তারা এসে কৃষকদের মধ্যে সেগুলো বিতরণ করেন।’

মির্জাপুর ইউনিয়ন বিএনপির ১ নম্বর ওয়ার্ডের সাধারণ সম্পাদক ফরিদ মালিথা বলেন,’ওয়ার্ড সভাপতির বাড়িতে সরকারি সার ও ধানবীজ কেন রাখা হয়েছে,তা আমার জানা নেই। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী নির্ধারিত স্থান থেকেই বিতরণ হওয়ার কথা। খবর পেয়ে আমরা সেখানে যাই। পরে কৃষি কর্মকর্তাকে জানালে তিনি এসে কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করেন। ‘

তবে অভিযোগ অস্বীকার করে আব্দুল্লাহ মন্ডল বলেন,’কৃষি অফিস থেকে সার ও ধানবীজ এনে বাড়িতে রাখা হয়েছিল। সেদিন বৃষ্টির কারণে বিতরণ করা সম্ভব হয়নি। আজ সকালে উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা উপস্থিত হওয়ার পর তাঁর তত্ত্বাবধানে কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।’

মির্জাপুর ইউনিয়নের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা সাকিব হোসেন বলেন,’সকালে খবর পাই আব্দুল্লাহ মন্ডলের বাড়িতে সরকারি সার ও ধানবীজ রয়েছে। পরে সেখানে গিয়ে সরকারি তালিকা অনুযায়ী কৃষকদের

মধ্যে সার ও ধানবীজ বিতরণ করা হয়েছে। তবে সরকারি কৃষি উপকরণ ব্যক্তিগত বাড়িতে সংরক্ষণের অনুমতি ছিল কি না, এ বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের নিকট থেকে স্পষ্ট কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি।

দর্শনায় পল্লী বিদ্যুৎ অফিসে বিএনপির অবস্থান কর্মসূচি

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনায় ঘন ঘন লোডশেডিং, বিদ্যুৎ বণ্টনে বৈষম্য এবং ভুতুড়ে বিদ্যুৎ বিলের প্রতিবাদে পল্লী বিদ্যুৎ অফিসে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন বিএনপির নেতাকর্মীরা।

সোমবার দুপুর ১২টার দিকে দর্শনা পল্লী বিদ্যুতের এজিএম কার্যালয়ে কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করে এসব সমস্যার দ্রুত সমাধানের আল্টিমেটাম দেন বিএনপি নেতারা। তারা জানান, আগামী সাত দিনের মধ্যে সমস্যার সমাধান না হলে বৃহত্তর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

বিএনপি নেতারা অভিযোগ করেন, দীর্ঘদিন ধরে দর্শনা শিল্পাঞ্চলে ঘন ঘন লোডশেডিংয়ের কারণে শিল্পপ্রতিষ্ঠান, ব্যবসা-বাণিজ্য ও সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে। পাশাপাশি ভুতুড়ে বিদ্যুৎ বিলের কারণে গ্রাহকদের আর্থিক ক্ষতির পাশাপাশি নানা ধরনের হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে।

দর্শনা পল্লী বিদ্যুতের এজিএম মো. আমিনুল ইসলাম জানান, দর্শনা ও জীবননগর এলাকায় বিদ্যুতের মোট চাহিদা ১৯ মেগাওয়াট হলেও তারা মাত্র ১১ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পান। এর মধ্যে দর্শনা জোনে ৪ মেগাওয়াট এবং জীবননগর জোনে ৭ মেগাওয়াট সরবরাহ করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলা শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক মো. শফিকুল ইসলাম সাবু তরফদার বলেন, দর্শনায় অবস্থিত রাষ্ট্রায়ত্ত কেরু অ্যান্ড কোম্পানি, আন্তর্জাতিক রেলওয়ে, কাস্টমস ও ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট সরকারের রাজস্ব আয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অথচ বিদ্যুৎ

সরবরাহে বৈষম্যের কারণে ঘন ঘন লোডশেডিং হচ্ছে, যা শিল্প উৎপাদন ও রাষ্ট্রীয় আয়ে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

তিনি আরও বলেন, ভুতুড়ে বিদ্যুৎ বিলের কারণে সাধারণ গ্রাহকরা চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন। এ কারণে দর্শনা পৌর বিএনপির উদ্যোগে পল্লী বিদ্যুতের এজিএম কার্যালয়ে অবস্থান কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। আগামী সাত দিনের মধ্যে বৈষম্যহীন বিদ্যুৎ সরবরাহ ও ভুতুড়ে বিলের সমস্যা সমাধান না হলে বৃহত্তর কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

এজিএম মো. আমিনুল ইসলাম বলেন, বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে সমাধানের চেষ্টা করা হবে। এছাড়া কোনো গ্রাহকের বিলে ভুল থাকলে তা যাচাই করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয়ক মো. মাহবুবুল ইসলাম খোকন, সাবেক পৌর প্যানেল মেয়র ও পৌর বিএনপির সমন্বয়ক মো. শরিফ উদ্দিন, পৌর বিএনপির সমন্বয়ক নাহারুল ইসলাম মাস্টার, পৌর বিএনপির সমন্বয়ক নাসির উদ্দিন খেদু, দর্শনা পৌর যুবদলের সদস্য সচিব মো. জালাল উদ্দিনসহ বিএনপি, যুবদল ও ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা।

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নৈরাজ্যের প্রতিবাদে মেহেরপুরে বিএনপির বিক্ষোভ মিছিল

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ এবং এর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের দেশব্যাপী নৈরাজ্য ও অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির অপচেষ্টার প্রতিবাদে মেহেরপুরে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে বিএনপি।

মঙ্গলবার (২৩ জুন) বেলা ১১টার দিকে জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও

সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুণের নেতৃত্বে শহরের শহীদ শামসুজ্জোহা পার্ক থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয়।

মিছিল চলাকালে অংশগ্রহণকারীরা কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্লোগান দেন।

এর আগে শহীদ শামসুজ্জোহা পার্কে অনুষ্ঠিত সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তব্য দেন জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুণ। তিনি বলেন, “গত ১৭ বছর ক্ষমতায় থাকাকালে আওয়ামী লীগ হাজার হাজার রাজনৈতিক কর্মীকে হত্যা করেছে এবং হাজার হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার করেছে। সে সময় দেশে বাকস্বাধীনতা বলতে কিছুই ছিল না।”

তিনি আরও বলেন, “জুলাই গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে দীর্ঘ ১৭ বছরের শাসনের অবসানের পর দেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরে আসার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু আওয়ামী লীগ আবারও নৈরাজ্য ও ফ্যাসিবাদী আচরণের মাধ্যমে দেশকে অস্থিতিশীল করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে।”

সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন ও উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক ও সাবেক ভিপি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাবেদ সেনজি-সহ জেলা ও উপজেলা বিএনপি এবং অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

হরিণাকুণ্ডুতে বিএনপি ও আওয়ামী সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ, আহত ২০

ঝিনাইদহ হরিণাকুণ্ডুতে পুকুরে মাছ ধরা এবং গ্রাম্য আধিপত্য বিস্তার নিয়ে তুচ্ছ ঘটনায় বিএনপি ও আওয়ামী লীগের সমর্থকদের মধ্যে

সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

এ ঘটনায় উভয় পক্ষের অন্তত ২০ জন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। আহতদের হরিণাকুণ্ডু উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্◌্র ও ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

শনিবার (২০ জুন) সকালে হরিণাকুণ্ডু উপজেলার ফলসী ইউনিয়নের বোয়োলিয়া গ্রামে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

সংঘর্ষে আহতরা হলেন, মিজান আলী (৪৫), আক্তার মোল্লা (৩২), বরকত মোল্লা (৪০), তোজিবার মোল্লা (৬৫), ছানোয়ার হোসেন ছনো (৫৫), বিভান আলী (২২), ঝন্টু মিয়া (৪৫), মতিয়ার রহমান (৫০), রাশিদুল ইসলাম (৩৫), ফেন্টু মিয়া (৫০), মশিয়ার মেম্বার (৪২), গোলাপ (৪৯), কবির মন্ডল (৩০), রুবেল মন্ডল (৩২), কাবিল (৪০), তোতা মিয়া (৩৪), নুর আলী (৫৪) ও বাচ্চু মিয়া (৩২)। গুরুতর আহত পাঁচজনকে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল, তিনজনকে কুষ্টিয়া ও একজনকে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পূর্ব শত্রুতা ও আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে শনিবার সকালে বোয়ালিয়া গ্রামে বজলুর রহমান চেয়ারম্যানের ভাই ছোট এবং ফারুক গ্রুপের লোকজনের সঙ্গে বিএনপি সমর্থিত মশিয়ার রহমান (সাবেক ইউপি সদস্য) সমর্থকদের বাকবিতন্ডা শুরু হয়। এক পর্যায়ে উভয়পক্ষের লোকজন সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে।

সাবেক ইউপি সদস্য মশিয়ার রহমান বলেন, তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র আমাদের সমর্থকদের ওপর হামলা চালায় আওয়ামী লীগ সমর্থিত চেয়ারম্যানের লোকজন। আমাদের ৭ জন আহত হয়েছেন।

এঘটনায় উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক তাইজাল হোসেন বলেন সামান্য মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে গতকাল শুক্রবার রাতে সামাজিক দুটি পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এবং সামান্য মারামারি হয়, তারই জের ধরে সাবেক ছাত্রলীগ নেতা ফারুকের নেতৃত্বে সকালে বিএনপির কয়েকজন কর্মীর বাড়িতে ককটেল বিস্ফরণ করে হামলা চালায় এতে বেশ কয়েকজন আহত হয়। তারা বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছে। তবে এটি কোন দলীয় সংঘর্ষ নয়।

হরিণাকুণ্ডু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি-তদন্ত) অসিত কুমার রায় বলেন, এ ঘটনায় এখনো কোনো পক্ষ থেকে অভিযোগ পাইনি। আহতরা বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন বলে জানতে পেরেছি। ওই গ্রামে

পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। পরিস্থিতি এখন স্বাভাবিক আছে।

দামুড়হুদার হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি এবং মাদকসহ নানা সামাজিক অবক্ষয় থেকে দূরে রাখতে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ করেছে হাউলী ইউনিয়ন বিএনপি।

বৃহস্পতিবার দুপুরে জয়রামপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির পক্ষ থেকে দুটি ফুটবল, দুই সেট জার্সি ও দুই সেট এংলেট (শিনগার্ড) উপহার প্রদান করা হয়। একই দিনে জয়রামপুর ডি.এস. দাখিল মাদ্রাসায়ও দুটি ফুটবল বিতরণ করা হয়।

এ সময় হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ইউসুফ আলী ও সাধারণ সম্পাদক নাফিজ আক্তার সিদ্দিকী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কামরুজ্জামান, সাংগঠনিক সম্পাদক মালেক রুস্তম,৩ নং ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাকসহ বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

এসময় হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ইউসুফ আলী বলেন, বর্তমান সময়ে তরুণ সমাজকে মাদক, অপরাধ ও বিভিন্ন নেতিবাচক কর্মকাণ্ড থেকে দূরে রাখতে খেলাধুলার বিকল্প নেই। সুস্থ বিনোদন ও শরীরচর্চার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যেমন শারীরিক ও মানসিকভাবে বিকশিত হবে, তেমনি দেশ ও সমাজের জন্য যোগ্য নাগরিক হিসেবেও গড়ে উঠবে।

সেই লক্ষ্য থেকেই শিক্ষার্থীদের খেলাধুলায় উৎসাহ দিতে এসব ক্রীড়া সামগ্রী উপহার দেওয়া হয়েছে। তিনি আরও বলেন, মাঠমুখী তরুণরাই আগামী দিনের সম্পদ। খেলাধুলার মাধ্যমে শৃঙ্খলা, নেতৃত্ব, সহনশীলতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে ওঠে।

শিক্ষার্থীরা যেন মাদক ও অসামাজিক কর্মকাণ্ডের পরিবর্তে

খেলাধুলার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে, সে উদ্দেশ্যেই এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

ক্রীড়া সামগ্রী পেয়ে বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকরা সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং এমন উদ্যোগকে স্বাগত জানান।

সরকারি ধান বিক্রিতে লাগছে বিএনপি-জামায়াতের টোকেন

মেহেরপুরে চলতি মৌসুমে কৃষকদের কাছে থেকে ধান সংগ্রহ অভিযান শুরু হলেও প্রান্তিক চাষীরা খাদ্য গুদামে ধান বিক্রি করতে পারছেন না বলে অভিযোগ উঠেছে।

কৃষকরা ধান দিতে গেলে গুদাম কতৃপক্ষ কৃষকদের বলছেন রাজনৈতিক নেতাদের কাছে স্লিপ নিয়ে ধান নিয়ে আসতে। এমন সমস্যা পড়েছেন হাজার হাজার প্রান্তিক চাষী। ফলে সরকারের নির্ধারিত দাম থেকে থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন কৃষকরা।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, চলতি মৌসুমে মেহেরপুর সদর উপজেলায় কৃষকদের কাছে থেকে ৩৬ টাকা কেজি দরে ৭৩০ টন ধান সংগ্রহ করা হবে। গত ৩ মে থেকে সেই ধান সংগ্রহ শুরু হয়েছে। চলবে ৩১ আগষ্ট পর্যন্ত। কিন্তু অভিযোগ উঠেছে বিএনপির দুটি গ্রুপ এবং জামায়াত নেতাদের মাধ্যমে চাষীরা তাদের উৎপাদিত ধান বিক্রয় করতে পারছেন। এক্ষেত্রে যেসকল চাষীরা রাজনৈতিক স্লিপ পেয়েছেন তারা ধান দিচ্ছেন, যারা স্লিপ পাননি তারা ধান দিতে পারছেন না।

বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, বিএনপির দুটি গ্রুপ ৬০ শতাংশ এবং জামায়াত ৪০ শতাংশ হিসেবে ধান দিচ্ছে এমন সমন্বয় তাদের মধ্যে হয়েছে।

মেহেরপুর পৌর এলাকার কালাচাঁদপুর গ্রামের ১৭ জন চাষী ধান দিতে গেলে তাদেরকে রাজনৈতিক নেতাদের কাছে থেকে স্লিপ নিয়ে আসার কথা বলেন, সদর উপজেলার খাদ্য গুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি

এলএসডি) মাসুদ রানা। এমন অভিযোগ করেছেন কালাচাঁদপুর গ্রামের শান্ত নামের এক কৃষক।

ওই কৃষক জানান, ‘৩৬ টাকা কেজি দরে ধান বিক্রি করার জন্য আমরা এলাকার কয়েকজন চাষী খাদ্য গুদামে আবেদন করেছিলাম এবং কৃষি অফিসারের সাথে প্রত্যায়ন নিয়েছি। গত ১৩ মে আমরা প্রত্যায়ন পেলেও এখন পযর্ন্ত ধান বিক্রি করতে পারিনি। ধান বিক্রি করতে গেলে ওসি এলডি মাসুদ রানা বলেন, রাজনৈতিক নেতাদের কাছে থেকে স্লিপ নিয়ে আসেন।’

অভিযোগ করে শান্ত আরও বলেন, ‘ আমি ৪ বিঘা জমিতে ধান চাষ করেছি। সাংসারিক প্রয়োজন মিটিয়ে ৪ টন ধান বিক্রি করতে পারবো। কিন্তু এমন দুর্নীতি-অনিয়ম করলে প্রান্তিক চাষীরা সরকারি সুফল পাবে না। এর বিহীত হওয়া উচিত।’

তবে এ তালিকার মধ্যে মনিরুল ইসলাম নামের এক কৃষক বিএনপির এক গ্রুপের মাধ্যমে ৩ টন ধান দিতে পেরেছেন বলে জানিয়েছেন। তবে তিনি আরও বলেছেন, আমি দিতে পারলেও সবাই গুদামে ধান দিতে পারেননি।

এ বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত খাদ্য গুদাম কর্মকর্তা (ওসি এলএসডি) মাসুদ রানা বলেন, আমরা কৃষকদের কাছে থেকেও ধান ক্রয় করছি। অভিযোগের বিষয়ে তিনি বলেন, আমি হুকুমের গোলাম। এর বেশি কি করার আছে আমার?

তবে খাদ্য গুদামের অনেকের সাথে কথা বলে জানা গেছে, উপজেলা ধান সংগ্রহ কমিটি থেকে এমন সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে। মেহেরপুরে বিএনপির দুটি গ্রুপ ও জামায়াতের সমন্বয়ে স্লিপ তৈরি করা হয়েছে। তারা তাদের পছন্দমত কৃষকদের এ স্লিপ দিচ্ছেন।

সদর উপজেলা ধান সংগ্রহ কমিটির সদস্য সচিব ও উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক এরশাদ আলী বলেন, প্রান্তিক চাষীদের কাছে থেকেও ধান সংগ্রহ করতে হবে। তাদের বাদ দিয়ে অন্যদের কাছে থেকে ধান নেওয়ার সুযোগ নেই।

সদর উপজেলা ধান সংগ্রহ কমিটির সভাপতি ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বাবলু সুত্রধর বলেন, প্রান্তিক চাষীরা যাতে ধান দিতে পারেন সে লক্ষ্যে উপজেলা প্রশাসন কাজ করছে। যে সকল চাষীরা ধান দিতে পারছেন না, তারা অভিযোগ করলে তাদের ধান দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। তবে রাজনৈতিক নেতাদের স্লিপের বিষয়টি উঠালে তিনি এড়িয়ে যান।

জানা গেছে, গত ৩মে থেকে শুরু হয়েছে সরকার নির্ধারিত ৩৬ টাকা কেজি দরে ধান সংগ্রহ অভিযান। চলবে ৩১ আগষ্ট পযর্ন্ত। এবার লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৭৩০ টন। গত ৪ জুন পযর্ন্ত শহরের খাদ্য গুমামে ১১৪ টন ধান সংগ্রহ করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের মশাল মিছিলের প্রতিবাদে দামুড়হুদায় বিএনপির মিছিল ও সমাবেশ

দামুড়হুদা উপজেলায় নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের মশাল মিছিলের প্রতিবাদে উপজেলা বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের উদ্যোগে মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে দলীয় কার্যালয় থেকে একটি প্রতিবাদ মিছিল বের হয়ে উপজেলার প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে বাসস্ট্যান্ড এলাকায় গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে বিএনপির নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন, শান্ত পরিবেশকে অস্থিতিশীল করার উদ্দেশ্যে মশাল মিছিল করা হয়েছে। তারা এ ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতার করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানান। অন্যথায় বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন তারা।

বক্তারা জানান, গত বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সাজু আহমেদ রিংকুর নেতৃত্বে চিৎলা থেকে হাতিভাঙ্গা যাওয়ার পথে ঝাউবিবি মাঠ এলাকায় একটি মশাল মিছিল বের করা হয় এবং এর ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এর প্রতিবাদে বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা এ কর্মসূচির আয়োজন করেন।

সমাবেশে দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান

তনু বলেন, “শান্ত পরিবেশকে অশান্ত করার লক্ষ্যে আগুন নিয়ে মিছিল বের করে পরিবেশ নষ্ট করার অপচেষ্টা করা হচ্ছে। তাই দ্রুত জড়িতদের আইনের আওতায় আনার জন্য প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।”

এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মন্টু মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক প্রভাষক আবুল হাশেম, চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবদলের সদস্য সচিব সাইফুর রহমান ঝন্টু, দামুড়হুদা উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম আরিফ, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব জাকির হোসেন, উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক আফজালুল হক সবুজসহ বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা।

মেহেরপুরের দুটি আসনের উন্নয়ন তদারকির দায়িত্ব পেলেন শওকত আরা ঊর্মি

মেহেরপুরের দুটি সংসদীয় আসনের উন্নয়ন কার্যক্রম তদারকির জন্য বিএনপির পক্ষ থেকে সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট শওকত আরা ঊর্মিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

শনিবার জাতীয় সংসদ ভবনে বিএনপির সংসদীয় দলের সভায় দলটির ৩৬ জন নারী সংসদ সদস্যের মধ্যে বিরোধী দলের ৭৯টি আসনের দায়িত্ব বণ্টন করা হয়।

সভায় জানানো হয়, এখন থেকে অ্যাডভোকেট শওকত আরা ঊর্মি মেহেরপুর সদর ও গাংনী এই দুটি আসনের উন্নয়ন কার্যক্রম তদারকি করবেন। পাশাপাশি এলাকার উন্নয়নসংক্রান্ত বিষয়ে ডিও লেটার (আধা-সরকারি পত্র) প্রদান করতে পারবেন।

অ্যাডভোকেট শওকত আরা ঊর্মি শরীয়তপুর জেলার গোসাইরহাট উপজেলার পখমসার গ্রামের বাসিন্দা। তবে বর্তমানে তিনি ঢাকার এলিফ্যান্ট রোড এলাকায় বসবাস করেন।

এর আগে তিনি জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল কেন্দ্রীয় সংসদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং ইডেন মহিলা কলেজ ছাত্রদলের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

ঝিনাইদহে বিএনপিতে যোগ দিলেন জামায়াতের ৩০০ নেতাকর্মী

ঝিনাইদহের মহেশপুরে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর অন্তত ৩০০ নেতাকর্মী বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন বলে দাবি করেছে দলটি।

শুক্রবার বিকেলে উপজেলার বাঘাডাঙ্গা মহিউদ্দিন মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তারা বিএনপিতে যোগ দেন।

আয়োজকদের দাবি, যোগদানকারীদের মধ্যে জামায়াতের শতাধিক নারী কর্মীও রয়েছেন।

অনুষ্ঠানে যোগদানকারীরা উপজেলা বিএনপির সভাপতি মেহেদী হাসান রনির হাতে ফুল দিয়ে বিএনপিতে অন্তর্ভুক্ত হন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক দবির উদ্দিন বিশ্বাস, সাংগঠনিক সম্পাদক জিয়াউর রহমান জিয়া, ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আমিনুর রহমান মাস্টার, সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুর রহমান ফুটানসহ ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

উপজেলা বিএনপির সভাপতি মেহেদী হাসান রনি বলেন, “বিএনপির গণমুখী রাজনীতি, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আদর্শ এবং বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বে আস্থা রেখে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের মানুষ বিএনপিতে যোগ দিচ্ছেন। এতে দলের সাংগঠনিক ভিত্তি আরও শক্তিশালী হবে।”

সদ্য বিএনপিতে যোগদানকারী একজন কর্মী বলেন, “দীর্ঘদিন অন্য একটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলাম। বিএনপির কার্যক্রম ও নেতৃত্বের প্রতি আস্থা রেখে আমরা একসঙ্গে দলে যোগ দিয়েছি। ভবিষ্যতে দলের কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশ নেব।”